জয় দয়াময়

ছাত্র-গুরু

শ্রী লব চন্দ্র পাল

সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন

ভোলাচং, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

প্রকাশক :
শ্রী সন্তোষ কুমার পাল
প্রেসিডেন্ট
সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন
ভোলাচং, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বাংলাদেশ।

সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন কর্তৃক সর্ব্ব সত্ব সংরক্ষিত।

সপ্তম সংস্করণ
৫ পৌষ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
২১ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিঃ
আনন্দাব্দ- ১৮৯

মুদ্রণেঃ
আনন্দ গ্রাফিক্স
চিটাগাংরোড, নারায়ণগঞ্জ।

ভূমিকা
(৫ম সংস্করণ)

গ্রন্থকার স্কুল কলেজের ছাত্রদের জন্যই "ছাত্র-গুরু" প্রণয়ন করিয়াছেন। শুনিয়াছি ৩ দিন সন্ধ্যার পর বসিয়া তিনি নিবিড় মনে এই অমূল্য গ্রন্থখানা রচনা করিয়াছিলেন। সহজ সরল সংক্ষিপ্ত ভাষায় তিনি এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় সকল এমনভাবে রচনা করিয়াছেন যাহার তুলনা সহজে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। গ্রন্থকর্ত্তা আজন্ম সাধক ছিলেন,– ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন– সর্ব্বতত্ত্বের অধিকারী ছিলেন। ছাত্র ও শিক্ষক জীবনে তিনি পাঠ অধ্যাপনা এবং কঠোর সাধনা অহোরাত্র করিতেন। অবশেষে সর্ব্বতত্ত্ব লাভ করিয়া সর্ব্ব ধর্ম্মের সামঞ্জস্য এবং জগতের সকল পার্থক্য দূর করিবার জন্য এক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেন– ইহার নাম "সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন"। তিনি বলিয়াছেন এমন দিন আসিতেছে যে দিনে জগৎ এই মিশনকে বরণ করিয়া লইবে ও একতার পূর্ণ যোগ লাভ করিয়া সকলেই জীবন্মুক্তির সোপানে আরোহণ করিবে।

এই গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণের সকল পুস্তক নিঃশেষিত হওয়ায় ছাত্র ও ধর্ম্মার্থীদের জন্য আবার পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

বিনীত

শ্রী কামিনী কুমার দত্ত মজুমদার

ভূমিকা
(সপ্তম সংস্করণ)

জগতে প্রকৃত শিক্ষার প্রতিষ্ঠা হইতে পারে এবং সেই শিক্ষায় নর-নারী সকলে আদর্শ জীবন গঠন করিতে পারে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 'ছাত্র-গুরু' একটি উপযুক্ত গ্রন্থ। গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়াছেন, " শিক্ষার প্রয়োজন অভাব নিরাকরণ। 'সৃষ্টি ও স্রষ্টা' এক হইলে যে সত্য আমাদের নিকট প্রকাশিত হইবে– ঐ সত্য দর্শনই জ্ঞান; আর, এই জ্ঞান বিকাশের ক্রমকে শিক্ষা বলে।" তাই অগ্রে 'ছাত্র-শিক্ষক' নামধেয় সহস্র সহস্র নারী-পুরুষ আদর্শ নির্দ্ধারণ করিয়া লইবেন ও সেই আদর্শ লইয়া প্রতি ঘরে উহার প্রতিষ্ঠা করিবেন। এইজন্য জগতে প্রকৃত আদর্শ প্রতিষ্ঠার্থে গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীমৎ লব চন্দ্র পাল গুরুমহারাজ ছাত্র ও শিক্ষক জীবনে পাঠ অধ্যাপনা এবং কঠোর সাধনা অহোরাত্র করিতেন। অবশেষে সর্ব্বতত্ত্ব লাভ করিয়া সর্ব্বধর্ম্মের সামঞ্জস্য এবং জগতের সকল পার্থক্য দূর করিবার জন্য "সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন" নামে এক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেন। এই মিশন ধর্ম্ম জগতের বিদ্যালয় বিশেষ। জগৎ একদিন এই মিশনকে বরণ করিয়া লইবেন এবং একতার পূর্ণ যোগ লাভ করিয়া সকলেই জীবন মুক্তির সোপানে আরোহন করিবেন।

এই গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায় মানব জীবন সংশোধনার্থে যে বাণী ধ্বনিত হয়েছে তাহা চিন্তাশীল ভাবুক হৃদয় সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এমনকি এই গ্রন্থ পাঠে হৃদয় রস প্রবণ হইবে, মনের সংশয় ছিন্ন হইবে, মন প্রশান্ত হইবে এবং সাধ্য সাধনার যোগ লাভ হইতে পারে এই ব্যবস্থাও লাভ হইবে।

এই গ্রন্থের ষষ্ঠ সংস্করণের সকল পুস্তক নিঃশেষিত হওয়ায় ছাত্র ও ধর্ম্মার্থীদের জন্য সপ্তম সংস্করণ প্রকাশিত হইল।
ধর্ম্মার্থী সকলে ইহা সাদরে গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব।

বিনীত
শ্রী সন্তোষ কুমার পাল
প্রেসিডেন্ট, সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন
ভোলাচং, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

সূচীপত্র

ক্রমিক নং		বিষয়	পৃষ্ঠা
১।		উদ্বোধন	০১
২।	প্রথম কথা	ধ্যান	০২
৩।	দ্বিতীয় কথা	তুমি কি চাও?	০৪
৪।	তৃতীয় কথা	বড় কে?	০৭
৫।	চতুর্থ কথা	শিক্ষা (Education)	১৬
৬।	পঞ্চম কথা	ছাত্র (An Ideal Student)	২০
৭।	ষষ্ঠ কথা	গুরু (The Guide)	২৭
৮।	সপ্তম কথা	শান্তি (The End)	৩০

ছাত্র-গুরু

উদ্বোধন
খাম্বাজ-ঠুংরী

হবে বিশুদ্ধ মিলন, পাবে সে সাধন,
নামের মহিমা হইবে পূরণ।
অবনী আকাশে, বিমর্ষ বিনাশে,
হবে মানব ত্রিদশে উল্লাসিত মন।

শুভ প্রেম-যোগে, অপ্রেম বিয়োগে,
নাশি প্রকাশিবে যত নিকেতন।

সংসার সাগরে, নির্ভয় অন্তরে,
উত্তরিবে সকল নর নারীগণ।

জ্ঞান প্রেমে মিলি, দিবে করতালি,
অনল বাতের মিলন যেমন।

অভাব মোচন, শমন দমন,
হইবে জগতে ক্লেশ নিবারণ।

নাম সুধা কর, আপনার কর,
করিবে বিস্তার নাহি পরিমাণ।

সকল দুর্লভ, হইবে সুলভ,
ব্যাকুল মানব পাইবে জীবন॥

সর্ব্ব ধর্ম্ম গীত ২য় ভাগ
-আনন্দস্বামী

প্রথম-কথা

ধ্যান

সংসার-চিন্তা প্রয়োজন। সকল মনুষ্য অন্ন-বস্ত্রের জন্য কার্য্য করে। পরিণামই কার্য্যের প্রসূতি। এই জন্য সর্ব্বাগ্রে জ্ঞানের দ্বার খুলিবে। মন প্রাণ এক হইলেই ভাবী জীবন হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। লেখাপড়া করিলে মনের আবরণ দূরীকৃত হয়; শব্দের শক্তি, ভাবের গ্রন্থি কিংবা হৃদয়ের সঙ্কুচিত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম হয়।

জ্ঞান বাহিরে নাই। সাধক দেখেন, যাহা ভাবনা করা যায়, মানুষ তাহা হয়। চিন্তা করিলে জটিল তত্ত্বও উপলব্ধি হয়। এই জন্য একাগ্র হওয়া প্রকৃত পথ। যোগও একাগ্রতা। ছাত্রদের মঙ্গল চিরদিন এ স্থানে আবদ্ধ।

যিনি জ্ঞানী, তাঁহার সঙ্গ করিবে। যে ভাবে তিনি কার্য্য প্রণালী প্রদর্শন করেন, অনন্য মনে তাঁহার অনুসরণ করিবে। ইহাতে শরীর সুস্থ, হৃদয় রস-প্রবণ হইবে। ধ্যান একাগ্র চিন্তা ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে। বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব্ব আবিষ্কার চিন্তার স্রোতে সাধিত হইয়াছে। শরীরের শক্তিলাভ ইচ্ছাতেই হইয়া থাকে। ধ্যান-বলেই মহাপুরুষগণ ঈশ্বর দর্শন করেন, জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করেন, অতীন্দ্রিয় অবস্থা-লাভে কৃতার্থ হন।

ছাত্রগণ,

তোমরা শান্তি চাও। বিত্ত, অর্থ, প্রয়োজনীয় সকল বস্তু হৃদয়ের শক্তিতে লাভ হয়। এই শক্তি ঈশ্বর দিয়াছেন। মন কেন্দ্রীভূত কর–জগৎ মনশ্চক্ষুতে প্রতিভাত কর দেখিবে, সর্ব্বশক্তি ভিতরেই বিদ্যমান। ধ্যান শিখ– আনন্দে তন্ময় হও।

ধ্যান অভ্যাসে দৃঢ় হয়। সর্ব্বদা লক্ষ্য করিবে মন কি চায়। যাহা চায়, তাহা তোমার শিক্ষার অনুকূল হইলে সাদরে গ্রহণ করিবে, নতুবা যাহার মন সংযত, তাহার সঙ্গে নির্জ্জন-বাস করিবে; অথবা যাঁহার জীবন পবিত্র, যিনি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার চিন্তা করিবে।

একলব্য দ্রোণাচার্য্যের চিন্তা করিতে করিতেই অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন। আরসোলাও ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া কুমারপোকা হইয়া যায়। সুতরাং মনের শক্তি-বৃদ্ধি, দেহের বল, পবিত্রতার জন্য আরাধনা করিবে। দেবতা, মহাপুরুষ বা ঈশ্বরের চিন্তাই প্রশস্ত। ইহাতে ছাত্রদের উদ্ভ্রান্ত মন স্থির ও প্রশান্ত হইবে।

বাস্তবিক, ঈশ্বর আছেন। তাঁহার কথা শুনা যায়,-তাঁহাকে দেখা যায়, তাঁহার সহিত মানুষের মিশামিশি হয়। মানুষ ও ঈশ্বর পরস্পরকে ভালবাসিয়া সংসার স্বর্গে পরিণত করেন। আমি নিজে 'ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন' এমন মানুষ দেখিয়াছি। শাস্ত্রে আছে, মুশা তুর পর্ব্বতে দাঁড়াইয়া ঈশ্বর দর্শন করিয়াছিলেন। মহম্মদ ঈশ্বরের বন্ধু ছিলেন। ঈশ্বর যীশুকে নিজের পুত্র বলিয়া ডাকিতেন। গৌতমবুদ্ধ ধ্যান করিতে করিতে অনন্ত আনন্দের দেশে গিয়াছিলেন। সেদিনকার কথা, পরমহংসদেব নিজে বলিতেন, 'আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি।' ধ্যান করিতে করিতে তিনি নারীদেহ লাভ করিয়াছিলেন। হনুমান ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার নাকি লেজ উদগম হইতেছিল। তিনি লেখাপড়া জানিতেন না,- বড় বড় পন্ডিত তাঁহার সঙ্গে আলাপে মুগ্ধ হইতেন।

এই জন্যই বলি, ধ্যানই সার। চিন্তা করিতে শিখ, হৃদয়ে আনন্দ রাখ। মন নানাদিকে ছড়াইয়া পড়িলে, জ্ঞানের লোক খোঁজ-তাঁহার চরিত্র অনুসরণ কর। নিজ নিজ দেবতা, বা ঈশ্বরের নিকট মন খুলিয়া দেও, প্রার্থনা কর, যাহা তোমার প্রয়োজন, তাহা দিতে জোর কর-ভালবাস, ডাক। তিনি নিকটে-তোমার চার্‌দিকে। মহাপুরুষগণ ঈশ্বরের নিকট হইতে সকল পাইয়াছিলেন, তোমরা পাইবেনা কেন?

দ্বিতীয়-কথা

তুমি কি চাও?

তুমি কি চাও? এ প্রশ্ন বড় সহজ, আবার বড় শক্ত। শান্তি চায়-সাধু মহাত্মারা, যশঃ চায়-বীরপুরুষ, অক্ষয়কীর্ত্তি চায়-লেখক, অমর হইতে সাধ-কবির, দেশের উন্নতি-স্বদেশ প্রেমিকের তৃষ্ণা, বিশ্বের উন্নতি-বিশ্ব-প্রেমিকের হৃদয়-সাধন, অবতার চায়-জগৎ মুক্ত করিতে, শিশুর-খেলায় আনন্দ, মানুষের-যৌবনে আনন্দ, ধনীর-ধনে মত্ততা, অলস লোক-আলস্যে চিরসুখী, রোগীর-সুস্থতায় পরম সুখ, হিংসুক-হিংসায় বড় খুশী- তুমি তবে কি চাও?

বিজ্ঞানবিদ্ প্রকৃতি চিন্তায় ব্যস্ত, রাজা রাজ্যবিস্তারে পাগলপারা, ডাকাইত লুণ্ঠনে চতুর, মাতার স্নেহে আনন্দ, পত্নীর প্রেমে আনন্দ, ফকির দরবেশ নেংটী পড়িলে আনন্দ পায়, সংসারী বিষয়-মত্ত- তুমি কি চাও? প্রেমিক প্রেমে, জ্ঞানী জ্ঞানে, কর্ম্মী কর্ম্মে চিরসুখ বোধ করে, তুমি তবে কি চাও?

হাজার হাজার বৎসর চলিয়া গিয়াছে, একজন ঋষি ঈশ্বর দেখিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, "মানুষ অনন্ত চায়-সুখ চায়-সকল চায়।"

**"যৎ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি।
ভূমা যৎ তৎ নিধ্যাসিতব্যম্ ॥"**

যাহা অনন্ত, তাহাই সুখ, অল্পে সুখ নাই, সুতরাং যাহা অনন্ত, তাঁহার ধ্যান করিবে।

আমার প্রাণে চায় শান্তি। আমি দেখিয়াছি, এই বিশ্বের সুন্দর অসুন্দর সকল বস্তুই অবস্থা বিশেষে- সময় বিশেষে আমাকে আকর্ষণ করে, আমি ভুলিয়া যাই। আবার ঈশ্বর হইতেও ইচ্ছা জাগে, যদি সম্ভব ও শুভ হয়। কাজেই দেখিয়াছি আমি সকল চাই।

চাইনা–কেবল সর্ব্বদার জন্য অসুখী হইতে। দুঃখ পাইলে পরে সুখের আদর বাড়ে, এই জন্য কখন কখন দুঃখও চাই।

বস্তুতঃ হৃদয় সকল পাইয়া এবং হইয়াও শান্ত হয় না, কতকটা আলগা থাকে। এ জন্য আবার হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, মানুষ চায় সকল বস্তুর আকর্ষণের বাহিরে যাইতে; কারণ, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের ভিতরে জোয়ার-ভাটা, ভাল-মন্দ– "দ্বন্দ্ব" আছে।

আবার মনে পড়ে, আমি কি নিবিড় আঁধার ভালবাসি, না সাদা রং ভালবাসি? পরিবর্ত্তন আছে বলিয়া ইহাদের ভিতরে শান্তি পাই না। সুতরাং শেষে প্রশ্ন আসিয়া পড়ে, "মানুষ কি কিছু চায়?"– কিছুই চায় না। চাহিলেই অশান্তি–যত দৌড়াদৌড়ি। না চাহিলেই হৃদয় স্থির হইল,–ভবনদী পার হইলাম। যদি চাহিবার ইচ্ছা নিভিয়া যায়, তাহা হইলেই আমি স্বাধীন হইয়া যাই–অমর হই–আমার আনন্দের পরিসীমা থাকে না। আমার দেহ থাকে না–আত্মা থাকে না–আমার পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র থাকে না–জগৎ থাকে না–আমি থাকি, কেবল আনন্দে–অথচ সকল হইয়া।

হে ছাত্রগণ-

তোমরা নিজে নিজে ভাবিবে, সময় সময় নির্জ্জন ঘরে তালাস করিবে, "কোথায় ছিলে, মরিয়া কোথায় যাইবে; এখানকার বাসনা ব্যাধি-সুখ-দুঃখ তোমার সঙ্গী কোথা থেকে হইয়াছিল।"

এ জন্যই একজন সত্যযুগের স্ত্রীলোক তাঁহার স্বামীকে বলিয়াছিলেন,

"যেনাহং নামৃতা স্যাম্ তেনাহং কিং কুর্যাম্?"

যাহাতে আমি অমর হইতে পারিব না, তদ্বারা কি করিব?

বুদ্ধদেব খুঁজিতেন–

"জন্ম, জরা, ব্যাধি, শোক কিসে অতিক্রম করি।" শেষে সকলে এই মীমাংসা করিয়াছেন, "মানুষ সত্য চায়, যে সত্য লাভ করিলে জগৎ শান্তি পাইবে।"

সুতরাং প্রার্থনা কর–স্মরণ কর–ধ্যান কর–গান কর ঃ-

"অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতম্ গময়,
আবিরাবির্মৈধি।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন
পাহি মাং নিত্যং।"

তাই দেখি,

ছাত্রগণ, তোমরা সুখ চাও, সে সুখ তোমাদের ভিতরেই রহিয়াছে। অন্তরে বাহিরে ঈশ্বর আছেন, তাঁহাকে জান–সুখ আসিবে। হৃদয়ে অন্বেষণ কর, প্রতি বিষয়ে ডুবিয়া পড়–যেন জগৎ ভোলা, সত্যই সুখের অনন্ত সমুদ্র দর্শনগোচর হইবে। সুখের চিন্তায়–যাহা চাও, তাহার চিন্তায়– আত্ম-হারা হইয়া যাও, দেখিবে, হৃদয়ে অনন্ত অন্ধকার, তাহার ভিতরে আলো ফুটিতেছে। ইহাই সুখ–ইহাই লক্ষ্যস্থল।

তৃতীয়-কথা

বড় কে?

পরিবারে পিতা বড়, মাতা বড়; দেশে ধনী বড়, জমিদার বড়; তাহার উপরে রাজা সকলের বড়। যাহার যশ প্রতিপত্তি নাই সে বড় নহে। আমি দেখিয়াছি, যে কোন একটি দিক ধরিয়া উপরে উঠিয়াছে, সেই বড়। বহুদিনের কথা, এব্রাহিম (Prophet Abraham) তাঁহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "বাবা, আমার ঈশ্বর কে?" পিতা বলিলেন, "আমি তোমার উপরে ঈশ্বর।" এব্রাহিম জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার উপর বাবা! আর কে আছেন? পিতা উত্তর করিলেন, "রাজা আছেন," পুত্র বলিলেন, "তোমার উপর যদি আরো কেহ থাকেন, তবে তুমি আমার ঈশ্বর কেন হইবে?"

এ জন্য বলি, যাহার উপরে আর কেহ নাই, সেই বড়। এই হিসাবে ঈশ্বর সকলের বড়, তিনি সর্ব্বশক্তিমান। কোরাণে আছে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহে" অর্থাৎ ঈশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই; মহম্মদ তাঁহার প্রেরিত ও ভৃত্য। শত সহস্র নরনারী মহম্মদের আদেশ মান্য করে-তাঁহার পথ অনুসরণ করে; তাঁহার দর্শন হইলে মানুষ মুক্ত হয়, তিনি খুব বড়। ঈশা বলিতেন, "In Him we live, move and have our being" আবার ইহাও বলিতেন, "My father in heaven and I are one." তিনি বলিতেন, "O God, They will be done." তিনি সত্যই মহাপুরুষ।

সুতরাং 'বড় ছোট কথাটা' বুঝা সহজ নয়। কনফুস্ চীনের দেবতা। ঐ দেশে সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহার তুল্য আর নাই। ঘরে ঘরে, স্কুলে স্কুলে তাঁহার নামে সকলে মস্তক অবনত করে। স্কুলে গিয়া পরিদর্শক সাষ্টাঙ্গে কনফুসের স্মৃতি-প্রস্তর ফলকের সম্মুখে প্রণিপাত ও প্রার্থনা করে, "হে সিদ্ধ পুরুষ, তুমি মহান, তুমি সকল গুণের আধার-

তোমার শিক্ষা নির্দ্দোষ, মনুষ্যলোকে তোমার তুল্য কেহ নাই- রাজগণ তোমাকে মান্য করিয়া আসিতেছেন- এই কলেজে তুমিই আদর্শ দেবতা, ভক্তিভাবে পূজোপহার প্রদান করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর।" "আত্মশাসন, পরিবার শাসন, অচলা রাজভক্তি, গৃহশান্তি, সমাজ শৃঙ্খলা, রাজ্যরক্ষণ ও রাজ্যোন্নতি" এই কয়টি সত্যই কনফুস প্রবর্ত্তিত মতের ভিত্তি।

কনফুসের মত লোক জগতে হয় না। চীনের উন্নতি এ মহাত্মার ভিতর দিয়াই আসিয়াছিল। তিনি ধন্য, তাঁহার জন্মভূমি ধন্য, তাঁহার জীবনপাঠে আমরাও ধন্য।

আর আমাদের ভারতেও অনেক বড় লোক জন্মিয়া আমাদের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভে শাক্যসিংহ নামে এক রাজপুত্র জন্মিয়াছিলেন। শরীর, বুদ্ধি ও ধর্ম্মে তিনি সংসারে অতুল্য ছিলেন। ঐশ্বর্য্যে-সুখে তাঁহার জীবন মরলোকে ধন্য ছিল। তিনি সংসার ছাড়িয়া দিলেন-জগৎবাসীর কল্যাণ করিবেন বলিয়া। যোগ, তপস্যা, কঠোর সন্ন্যাসেও তিনি জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর হাত এড়াইতে পারেন নাই। সুতরাং শেষে নিরঞ্জনা নদীর তীরে জীবন-মরণ পণ করিয়া বসিলেন, এবং সঙ্কল্প করিলেন :-

"ইহাসনে শুষ্যতুমে শরীরং,
ত্বগস্থি মাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্যবোধিং বহুকল্প দুর্লভাং
নৈবাসনাত্ কাময়তশ্চলিষ্যতে।"

বিশ্বগ্রাসী ধ্যান তাঁহার জীবন সফল করিল-তিনি জ্ঞানোদ্ভাসিত হইলেন-অমর হইলেন। এরূপ জ্ঞান-পিপাসা, এবম্বিধ প্রযত্ন সর্ব্বার্থ সিদ্ধির উপমা সন্দেহ কি?

ছাত্র-গুরু

বুদ্ধ নূতন ধর্ম্মে জগৎ পবিত্র করিলেন। মানুষ নির্ব্বাণ লাভ করে, চিন্তার প্রভাবে বাসনার পর পারে উঠিতে পারে, ইহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন।

আর একজন মহাপুরুষ-অতি বড় লোক পারস্য দেশে জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার পূণ্যস্মৃতি আজও পারসি সমাজে জাগ্রত রহিয়াছে। তাঁহার নাম "জোরতোস্ত।" খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় সাত-শ বৎসর পূর্ব্বে তিনি আসিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মগ্রন্থের নাম জেন্দাবেস্তা। একেশ্বরবাদ তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল। তাঁহার ঈশ্বর অহুরমজ্‌দ।

পাতা-সুখদাতা-জ্ঞান স্বরূপ-জ্যোতির জ্যোতিঃ তিনি। মঙ্গলামঙ্গল তাঁহার ইচ্ছা প্রসূত। জোরতোস্ত উপদেশ করিয়াছেন, "কায়মনোবাক্যে আত্ম-শুদ্ধি রক্ষা কর।"

এই মহাপুরুষ পারসিদের অবতার। জগতকে পবিত্র করিতে তিনি কত সাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহার পবিত্র আকৃতি কত সুন্দর !

তোমরা অনেকেই ভগবান শঙ্করাচার্য্যের নাম শুনিয়াছ। তাঁহার জ্ঞান অপরিসীম। তিনি বত্রিশ বৎসরকাল পৃথিবীতে ছিলেন। আট বৎসর বয়সেই তিনি বড় বড় সংস্কৃত গ্রন্থ মুখস্থ করিয়াছিলেন। তাঁহার সংস্কৃত লেখা অতি প্রাঞ্জল, গভীর ভাবব্যঞ্জক, তাঁহার শ্লোক আছে :-

"মা কুরু ধনজন যৌবন গর্ব্বং
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং।"

দেখ, কেমন সুন্দর উপদেশ! কত সত্য কথা! আবার কত সহজ হৃদয়গ্রাহী ভাষা!

এই শঙ্করাচার্য্যই বহু সংস্কৃত গ্রন্থের ভাষ্য লিখিয়া জগতে অক্ষয়কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নামে জ্ঞানী মাত্রেই এক বাক্যে মস্তক অবনত করেন।

ছাত্র-গুরু

এই শঙ্করাচার্য্যই বহু সংস্কৃত গ্রন্থের ভাষ্য লিখিয়া জগতে অক্ষয়কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নামে জ্ঞানী মাত্রেই এক বাক্যে মস্তক অবনত করেন। এই শক্তি তিনি কোথায় পাইয়াছিলেন? কি অমানুষী প্রতিভাবলে এত অল্প বয়সে এত কর্ম্ম করিতে তিনি সমর্থ হইয়াছিলেন? তিনিই আমাদের উপদেশ করিয়াছেন,

"মরণং বিন্দু-পাতেন জীবনং বিন্দু-ধারণাৎ

যাঁহারা জগতে বড়লোক, তাঁহাদের সকলেই বীর্য্যধারণে নিরত ছিলেন, কায়মনোবাক্যে তাঁহারা শক্তি ধারণ করিতেন। এত অল্প বয়স, তথাপি শঙ্কর প্রশান্ত মূর্ত্তি ছিলেন, কখনও কোন কারণে তিনি বিচলিত হইতেন না।

আর একজন বড় লোকের কথা মনে পড়িয়াছে। সুতরাং তাঁহার কীর্তি উল্লেখ করিব। তিনি শিক্ষায় প্রবীণ, স্মৃতিতে অজেয়; সর্ব্বদা তিনি কীর্ত্তন করিতেন। জগৎ তাঁহার পূজা করে; তাঁহার মধুর প্রেমে পাষাণ দ্রব হয়, হিংস্র ব্যাঘ্র, বন্যহস্তী "হরিবোল, হরিবোল" ধ্বনিতে নিবিড় অরণ্য মুখরিত করে। তিনি বাংলার মানুষ। পাঠান রাজত্বের শেষ ভাগে শ্রী শ্রী নবদ্বীপ ধামে ফাল্গুনী পূণিমায় মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রগাঢ় পান্ডিত্যে দিগ্ বিজয়ী পন্ডিত স্তম্ভিত হইয়া তাঁহাকে ঈশ্বর মনে করিয়াছিলেন। তাঁহাকে সকলে আদর করিয়া "নিমাই পন্ডিত" ডাকিত। তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের নাম "বৈষ্ণব ধর্ম্ম"। ইহাকে প্রেমের ধর্ম্ম (The religion of love) বলে। তিনি জগতে শ্রী গৌরাঙ্গ নামে পরিচিত। মহা-সাগরেরও সীমা আছে কিন্তু চৈতন্য হৃদয়ের সীমা নাই!

ছাত্র-গুরু

তিনি কত রকমে সুন্দর কে বলিবে? কথায়-ব্যবহারে-দেহে-বিদ্যায়-দয়ায়-পাষন্ডদলনে-নৃত্যে-নিষ্ঠায়-পুরুষভাবে-স্ত্রীভাবে-লীলায়-নিত্যে-আনন্দে-মধুরতায়-বিনয়ে কত সুন্দর কি বলিব? তিনি সাধ্য নির্ণয় করিয়াছেন :-

"প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়,
রায় কহে স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়।
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর,
রায় কহে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সাধ্য সার।
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর,
রায় কহে স্বধর্ম্মত্যাগ এই সাধ্য সার।
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর,
রায় কহে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্য সার।
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর,
রায় কহে জ্ঞানশূন্য ভক্তিসাধ্য সার।
প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর,
রায় কহে প্রেম ভক্তি সর্ব্ব সাধ্য সার।
প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর,
রায় কহে দাস্য প্রেম সর্ব্ব সাধ্য সার।
প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর,
রায় কহে সখ্য প্রেম সর্ব্ব সাধ্য সার।
প্রভু কহে এহো উত্তম আগে কহ আর,
রায় কহে বাৎসল্য প্রেম সর্ব্ব সাধ্য সার।
প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর,
রায় কহে কান্ত প্রেম সর্ব্ব সাধ্য সার।

* * * *

ছাত্র-গুরু

শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে।
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে॥
প্রভু কহে এ সাধ্যবধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু আর ॥
রায় কহে ইহার আগে পুছে হেন জনে।
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে॥
ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি।
যাঁহার মহিমা সর্ব্ব শাস্ত্রে ত বাখানি॥
প্রভু কহে এই হয়, আগে কহ আর।
রায় কহে আর বুদ্ধি গতি নাহিক আমার॥
এত কহি আপনকৃত গীত এক গাহিল।
প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল॥

গান:-

পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুহু মন মনোভাব পেশল জানি॥
এ সখি সো সব প্রেম কাহিনী।
কানু ঠামে কহবি বিছুরল জানি॥
না খোজলুঁ দূতী না খোজলুঁ আন।
দুঁহু কেরি মিলনে মধত পাঁচবাণ॥
অবসোই বিরাগ তুঁহু ভেলি দূতী।
সুপুরুষ প্রেমক ঐছন রীতি॥"

চৈতন্যচরিতামৃত

এই কথাগুলি আমাদের ঐহিক বা পারত্রিক উভয় জীবনেই সর্ব্বদা কার্য্য করে। সমাজে পঞ্চ প্রকার প্রেমের ভাব মানুষকে অতিদূর ভবিষ্যতের দিকে টানিয়া লইতেছে। তখন সকলেই সকলকে স্বার্থশূন্যভাবে ভালবাসিবে; আর শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর উন্নতির সোপানে নর-নারী আরোহণ করিবে; এবং ঈশ্বর সকলের মাতাপিতা, ভ্রাতা-ভগ্নী, পুত্র-কন্যা এবং পতি-পত্নী মনে করিয়া পৃথিবী আনন্দের মেলায় পরিণত হইবে। দেখ শ্রীচৈতন্য কত বড়! তাঁহার উপদেশ মনে কর, সাধনে তৎপর হও।

তোমরা আর একজন বড় লোকের নাম শুনিয়াছ। আমি তাঁহাকে ভালবাসি; তাঁহার নামে আমার হৃদয় নাচিয়া উঠে। তিনি কলেজের ছাত্র,–বি.এ পাশ করিয়াছিলেন। সংসার তাঁহাকে শৃঙ্খলিত করিতে পারে নাই। একজন অবতার তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই কৃপাবলে–শক্তি সঞ্চারণে তিনি জগতে হিন্দু ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাঁহার নাম বিবেকানন্দ ও তাঁহার গুরু ভগবান শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস।

বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, প্রাচ্যের ধর্ম ও প্রতীচ্যের কর্ম্ম একত্র হইলেই পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হইবে।

এছাড়া আর একজন বড়লোক আমি নিজে দেখিয়াছি। তাঁহার পুস্তক পড়িয়াছি, তাঁহার মুখের উপদেশ খুঁজিয়াছি। তাঁহাকে আমার খুব বড় মনে হয়। তিনি আমাদের এ জেলার কালীকচ্ছ গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এক নূতন ধর্ম্মমত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে ঈশ্বর "দয়াময়"। এই নাম লইয়া কার্য্য করিলে মানুষ অমর হইবে-ইহ পরকাল এক হইয়া যাইবে–জগতে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইবে-সকল জাতি এক মহতী জাতিতে পরিণত

হইবে-ধর্ম্ম সমাজ শাসন করিবে-জগৎ সুখী হইবে-জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্ম হৃদয়ে হৃদয়ে একত্র বিরাজ করিবে। তিনি বলিয়াছেন, "মানুষের ছাড়িবার কিছুই নাই। সর্ব্বশক্তি হৃদয়ে প্রকাশিত হইলে মানুষ পূর্ণ হয়-প্রকৃত বিদ্বান্ হয়। তখন সংসার এবং স্বর্গ, বিত্ত ও অর্থ অনুকূল হয়, জগৎ হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া পড়ে, মন স্থির হয়,–জ্যোতি দর্শন হয়। তখন সকল অভাব মোচন হয়, দেবত্ব ও নরত্ব চলিয়া গিয়া মানুষ অমৃতের অধিকারী হয়।"

"একাকী নয় জগৎ লয়ে চলরে আনন্দ হয়ে"

হইবে-ধর্ম্ম সমাজ শাসন করিবে-জগৎ সুখী হইবে-জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্ম হৃদয়ে হৃদয়ে একত্র বিরাজ করিবে। তিনি বলিয়াছেন, "মানুষের ছাড়িবার কিছুই নাই। সর্ব্বশক্তি হৃদয়ে প্রকাশিত হইলে মানুষ পূর্ণ হয়-প্রকৃত বিদ্বান্ হয়। তখন সংসার এবং স্বর্গ, বিত্ত ও অর্থ অনুকূল হয়, জগৎ হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া পড়ে, মন স্থির হয়,–জ্যোতি দর্শন হয়। তখন সকল অভাব মোচন হয়, দেবত্ব ও নরত্ব চলিয়া গিয়া মানুষ অমৃতের অধিকারী হয়।" এরূপ আশার কথা তিনি বলিতেন। জগতের হিতে তুমি সৃষ্ট হইয়াছ, জগতের নিমিত্ত সর্ব্বদা কার্য্য কর, তা' হলেই শান্তি আসিবে।

এখন, চল ছাত্রগণ! বুঝিতে চেষ্টা করি বড় কে? যিনি যে বিষয়ে অগ্রসর, তিনি সে বিষয়ে বড় সন্দেহ নাই। কিন্তু যে উন্নতির সীমা আছে–তুলনা আছে–দেশ কাল পাত্র আছে, তাহাকে উন্নতি বলি না। রাজার রাজ্য থাকে না–কুবের ভান্ডারও ফুরাইয়া যায়–বীরত্ব কলঙ্ক শূন্য নহে-কবিত্ব আশার পরিতপর্ণে মুগ্ধ-বিজ্ঞান অন্বেষণ ক্লান্ত-ধর্ম্ম

বহুরূপী-সমাজ ভোগ বিলাসপ্রিয়-স্বদেশপ্রেম খন্ড আকাশের পক্ষী-পরিবার আতিথ্য বিমুখ-বিশ্বপ্রেমিক মন্ত্র ছাড়া-সভ্যতা চাতুরীমাখা-সতীত্ব ভোগান্ধ-পুরুষত্ব স্বার্থপর-মিতাচার সমাজ সন্ধি-মান-সম্ভ্রম পরিবর্ত্তন-মহত্ব প্রতিষ্ঠা। সুতরাং কোনটিই আমার মনে লাগে না। আমি বলি, তিনি বড়লোক, যাঁহার প্রকাশ কালের সঙ্গে সঙ্গে বর্দ্ধিত হয়।

বাস্তবিক, তিনি বড় লোক, যিনি আসিয়া জগতের সকল পার্থক্য দূর করিবেন–সর্বপ্রকারে সামঞ্জস্য বিধান করিবেন–যাঁহার কথা জগৎ শুনিবে ও একতার পূর্ণযোগ লাভ করিয়া জীবন মুক্তির সোপানে আরোহণ করিবে।

হে প্রিয় ছাত্রগণ, এবম্বিধ মনস্বিতায় অলংকৃত হও। যাহা পাইলে আর কিছু চাহিবে না– দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, আস্বাদন ও আঘ্রাণের শেষফল লাভ করিবে, এইরূপ ব্রত গ্রহণ কর। যেখানে আকাশ নাই–নক্ষত্র নাই–চন্দ্র-সূর্য নিভিয়া গিয়াছে–যেখানে তুমি "মহতো মহীয়ান, অণোরপি অণীয়ান," সেই পরমপদ আকাঙ্ক্ষা কর, জীবন সফল হইবে।

বিঃ দ্রঃ অনোরপি – অনুরমত ক্ষুদ্র।
অণীয়ান - অণুর চেয়ে ক্ষুদ্র।

চতুর্থ-কথা

শিক্ষা*(Education)*

ঋষি-প্রণীত শাস্ত্র শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিতে পারেন। যাঁহারা ত্রিকালজ্ঞ– ভবিষ্যৎ যুগবিবর্ত্তন দর্শন করেন, তাঁহারা শিক্ষার প্রণালী প্রচার করিয়া থাকেন। হৃদয় অনন্ত–জ্ঞান অনন্ত। প্রকৃত শিক্ষার প্রয়োজন জীবনমুক্তি লাভ করা। জগৎ সৃষ্টির মূলে যে শক্তি কার্য্য করিতেছে, যে সত্য সকল নিয়মিত করিতেছে, যাহা হইতে সপ্তলোক আবির্ভূত হইয়াছে, যে শক্তি ইন্দ্রিয়সহ কার্য্য করিতেছে, ঐ শক্তির সহিত সৃষ্ট বস্তুর সম্বন্ধ নির্ণয় করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। বাস্তবিক, শিক্ষার প্রয়োজন অভাব নিরাকরণ। 'সৃষ্টি ও স্রষ্টা' এক হইলে, যে সত্য আমাদের নিকট প্রকাশিত হইবে, ঐ সত্য দর্শনই জ্ঞান; আর, এই জ্ঞান বিকাশের ক্রমকে শিক্ষা বলে। ঈশ্বর সচ্চিদানন্দময় *(Existence knowledge joy)*; আমাদের সহিত তাঁহার পার্থক্য আছে, এই পার্থক্য অপনোদন কার্য্যই শিক্ষা।

সাধক বলেন, ভিতরে বাহিরে ঈশ্বর বিরাজ করিতেছেন। ঈশ্বরে সকল প্রকাশিত আছে। তাঁহার অজানা কিছুই নাই–তাঁহার পরিবর্ত্তন নাই–তিনি আনন্দ-সাগর। বিশেষ কথা এই, তাঁহার কোন বিষয় আমাদের মত চিন্তা করিতে হয় না। সৃষ্টি-স্রোত তাঁহাতে নিত্য নির্দ্ধারিত আছে, এই ক্রম যিনি জানেন তিনিই বিদ্বান, আর যিনি হৃদয়ে হৃদয়ে, দেশে দেশে, ইহলোকে পরলোকে, এই ক্রম বিকাশের পথ বাহির করেন, তিনিই শিক্ষক। আরো সোজা কথায় বলিলেই ভাল হয়। জগৎ নির্দ্দিষ্ট নিয়মে চলিতেছে। বিশ্বাস কর আর নাই কর, জগতের নিয়ন্তা একজন আছেন ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান তিনিই নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন; 'আরম্ভ এবং সমাপ্তি' এক সরল রেখায় স্থাপন করিয়া, পরিবর্ত্তন পরম্পরায় ভাঙ্গাগড়া করিয়া, বৃদ্ধি সাধন করিতেছেন।

জগৎ ভবিষ্যৎ আনন্দের দিকে ছুটিতেছে,–ঐ আনন্দের দিন যতই অগ্রসর হইতেছে ততই মঙ্গলনাদ শ্রুত হইতেছে। সাগরে জল জমিয়া বরফ হয়, সূর্য্যালোকে বরফ গলিয়া আবার সেই জলই হয়; ঈশ্বর হইতেই আমাদের পার্থক্যজ্ঞান আসিয়াছে;– পরে দিন আসিলেই আবার আমরা বুঝিতে পারিব, আমরা মানুষ নহি-পরমতত্ত্ব। যুগ যুগান্তর চলিয়া যাইতে পারে– অবিশ্বাসী হৃদয় এ তত্ত্ব অগ্রাহ্য করিবে, কিন্তু সুদিন-সুবাতাস পাইলে কুজ্বটিকা তিরোহিত হইয়া গেলে, সত্য চিরদিনের মত সত্য হইয়া তাহার কাছে প্রভাতী অরুণরাগে প্রকাশিত হইবে। শত শত মহাজন এইপথে হাটিয়া পাড়ে উঠিয়াছেন। চরিত্রে-শক্তিতে তাঁহারা আমাদের গুরু, কিসে আমি তাঁহাদের অবিশ্বাস করি? নির্দ্দিষ্ট ক্রমবিকাশ ব্যতিরেকে শিক্ষার প্রণালী আর হইতেই পারে না। ইহার ভিতরে জগৎ ফুটিয়া বাহির হয়, কারণ ইহাই ঈশ্বরের ইচ্ছা। ক্রম-বিকাশ দর্শন করিয়া যিনি শিক্ষা দিতে পারেন তিনিই সুশিক্ষক। শক্তির বিকাশ শিক্ষার ফল। শক্তি খেলা করিতেছে, খেলার ভঙ্গিই শিক্ষার ছন্দ। যে খেলায় আনন্দ নাই, তাহা খেলা নহে। যে শিক্ষায় আমাদের শক্তি আনন্দে নাচিয়া উঠে না-সর্ব্বতত্ত্ব স্তরে স্তরে, বাহিরে ভিতরে ফুলবাগানে ফুলের মত শত সুষমায় শোভা পায় না, তাহাকে শিক্ষা বলি না।

যিনি শিক্ষক তিনি ঋষি। আমি তাঁহাকে কোন দিন মানুষ বলিয়া জানি না। তাঁহার হৃদয় অনন্ত, তাঁহার দেহ জন্মজরা বর্জ্জিত, তাঁহার ধর্ম্ম সত্য। তিনি বেদ উপলব্ধি করেন-বিজ্ঞান তাঁহার অন্তরে চিন্তাস্রোতে দর্শন-পটে অঙ্কিত হয়, মানবচরিত্র লোকাতীত সৌন্দর্য্যে তাঁহার জীবন অমর করে। তিনি অমৃতের অধিকারী, তিনি জ্ঞানী, প্রেমের শিরোমণি-তিনি ত্যাগী মহাপুরুষ।

এ কথার যথার্থ একদিন অবশ্যই সকলে উপলব্ধি করিবে, নতুবা জগতের দুর্দ্দিন ঘুচিবে না। মূল কথা এই, ঈশ্বর সকলের গুরু, তিনি যে উদ্দেশ্যে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই উদ্দেশ্যের দিকে তাঁহার নিকট হইতে উপদেশ লইয়া কার্য্য করাই শিক্ষকতা; তাঁহার সহিত সর্ব্বতোভাবে মিলিয়া কার্য্য করাই প্রকৃত সাধনা। এ ছাড়া পথ নাই, এতদতিরিক্ত মানদন্ড নাই, সোজা রাস্তা নাই।

মানবতত্ত্ব প্রকাশ না পাইলে মানব অন্যতত্ত্ব বুঝিবে না, সূক্ষ্মতত্ত্ব দর্শন না করিলে স্থূলতত্ত্ব বোধগম্য হইবে না। এ জন্য ভিতরে প্রবেশ কর,–"ভাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ড" দেখিতে পাইবে। বিশেষতঃ ইহাতে জ্ঞানের আলো জ্বলিতেছে, ইন্দ্রিয় নিচয় প্রখর শক্তিতে চিন্তার স্রোতে অনন্তের পাড়ে চলিয়া যাইতেছে, বুদ্ধিই উপলব্ধিতে অতীন্দ্রিয়-সিদ্ধি অধিকারে আনিয়া দিতেছে।

এখন, চল তালাস করি, পন্ডিত কিভাবে ছাত্রকে শিক্ষা দিবেন। পন্ডিত 'স্বতঃ স্বপ্রকাশ'–অবস্থা লাভ করিয়াছেন। ছাত্র পড়িতে আসিল, কিভাবে প্রথম "হাতেখড়ী" দিবেন, তিনি ইহার ধ্যান করিবেন। ঈশ্বর তাঁহাকে ক্রম বলিয়া দিবেন। তিনি উহা জানিয়া, হইতে পারে তাঁহাকে এক মাস 'ফুটবল' খেলিতে দিবেন। কোন শিক্ষার্থীকে হয়ত বলিবেন, "তুমি কেবল অমুখ গানটি শিখ"; কিংবা কাহাকেও বলিবেন, "তুমি একদিন কেবল আমার কাছে বসিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই কর।" এভাবে ছাত্রের দৈনন্দিন, মাসিক, বার্ষিক,–সকল সময়ের কার্য্যপ্রণালী নিরূপিত হইবে। ইহাই নির্দ্দিষ্ট পথ–ইহাই ঈশ্বরেচ্ছা, নতুবা স্থায়ী মঙ্গল আসিবে না। তবে এ পর্যন্ত যে বিধি দেশে দেশে চলিয়া আসিয়াছে তাহাও সৃষ্টিগ্রন্থের বিশেষ এক পৃষ্ঠা মনে করিতে হইবে। সুদিনে সত্যপথ বাহির হইবে।

এখন আলোচনা করিব, ছাত্রদের কি বিষয় পড়াইতে হইবে। ঈশ্বর হইতে জানিয়াই ইহা নির্ণয় করিতে হইবে। প্রয়োজনমত শেষ পর্যন্ত দৃষ্টি করিয়া পাঠ্য বিষয় ঠিক করিতে হইবে। তবে ইহা ঠিক সত্য যে, জগতের সকল বিষয়ই আমাদের পড়িতে হইবে-সকল-তত্ত্বই উপলব্ধি করিতে হইবে।

হে ছাত্রগণ,

এতক্ষণ দেখিয়াছি, কি উদ্দেশ্যে স্কুলে আসিয়াছ। শক্তি জাগ্রত করাই তোমাদের সাধনা। উপলব্ধিই ছাত্রের গরিমা। জীবন মুক্তি তোমাদের দূর ভবিষ্যৎ। সর্বাঙ্গীন বিকাশ তোমাদের জীবন। আনন্দ তোমাদের সঙ্গী। অধিকার ভেদ তোমাদের শ্রেণী বিভাগ। মনের বল তোমাদের পাশের লক্ষণ। হৃদয়ের প্রসার উপযোগিতা। চিন্তাশীলতা তোমাদের উচ্চাভিলাষ। ঈশ্বর দর্শন তোমাদের বিদ্যার আরম্ভিকা। সর্ব্বদা তাঁহাকে সঙ্গে পাওয়া প্রবেশিকা। মুক্তিলাভ তোমাদের সংসার-যাত্রা।

পঞ্চম-কথা

ছাত্র
(An Ideal Student)

সর্ব্বদা জীবন-সংশোধন কর্ত্তব্য মনে করিবে। প্রতিকথা ও কার্য্যে যেন দেশের উন্নতি হয়, মনের বল বর্দ্ধিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম-পিপাসা জাগ্রত হয়। রাত্রি বা দিন যে কোন সময় জগতের হিতের নিমিত্ত পঞ্চ ইন্দ্রিয়-গত কার্য্য করিবে। আচার-ব্যবহার, নিত্ত-নৈমিত্তিক সংস্কার, বিবাহ, সমাজ, দেশ, বিদেশ, সকলের কথাই চিন্তা করিবে। তুমি এই জগতে একজন বিশেষ লোক, তোমার দ্বারা অবশ্যই কোন মহৎ উদ্দেশ্য সংসাধিত হইতে পারে, এরূপ আশা পোষণ করিবে। জন্ম বৃথা নহে, তোমার সৃষ্টি বিশ্ব-নিয়ন্তা কোন অপূর্ব্ব মঙ্গল-সূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন। জগৎ ভবিষ্যতের দিকে আপন বেগে প্রধাবিত হইতেছে, তুমি কেন বসিয়া "সাদাসিধে" কর্ম্মচ্ছলে জীবন যাপন করিবে? দেহের শক্তি বর্দ্ধিত কর, মন পবিত্র কর, হৃদয় দর্পণ নির্ম্মল কর, মস্তিষ্ক ও মেধার উন্মেষ কর। অকালে ফুল ফুটেনা, বসন্ত পৌষের শীতে শোভা পায় না, আনন্দের গান উৎসবেই মধুর শোনায়; অতএব সহিষ্ণু হও, অপেক্ষা করিতে শিখ। জীবন-সঙ্গীত কতচ্ছন্দে গৃহে গৃহে মাতার স্নেহে, ভ্রাতা-ভগ্নীর আনন্দ-উল্লাসে, পিতার কর্ম্ম শাসনে, কন্যার অতুল বিলাসে, পুত্রের অগাধ-সৌন্দর্য্যে, প্রেয়সী ভগিনীর নিত্য পরিতর্পণে, সেবিকা সঙ্গিনীর অম্লান নির্ম্মঞ্জনে সর্ব্বদা অনন্ত অন্বেষণ করে; তুমি আমি কেন অনর্থক সঙ্কীর্ণ গন্ডীর মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরজীবন নষ্ট করিব? চল, গগনবিহারী বিহঙ্গ যেমন উর্দ্ধে-কত উর্দ্ধে উড়িতে শিখে, আমরাও তদ্রুপ সংস্কার ভেদ করিয়া, আশার শক্তিতে জাগিয়া উপরে উঠি-জীবনের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করি;

নতুবা আনন্দভবন দেহরথ চলচ্ছক্তি হারাইয়া অন্ধকারে ডুবিয়া পড়িবে। কারণ, হৃদয়ে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হইলে কাহারও গন্তব্য-পথ বাহির হয় না।

(বি:দ্রঃ নির্ম্মঞ্জন-সেবা)

স্বভাব গঠন কর। প্রতিষ্ঠা একবার দুইবার চেষ্টায় হইবে না। সাধক অমর হইয়াছেন,–অহোরাত্র তাঁহাকে জগৎ ভুলিয়া হৃদয়ে ডুবিয়া থাকিতে হইয়াছে। আপন স্বভাব লইয়া কার্য্য করিতে করিতে তিনি উর্দ্ধলোকে প্রবেশ করিয়াছেন–বাসনা-শৃঙ্খল সজোরে সহস্র ঘাত প্রতিঘাতের পর ছিন্ন করিয়া তবে, শান্ত-শুদ্ধ অবস্থা লাভ করিয়াছেন।

নিউটন বিজ্ঞান আরাধনার জন্য বিবাহ করেন নাই, দিন নাই, রাত নাই, অভীষ্ট বিষয় ধ্যান করিতেন। বাহিরের জ্ঞান লুপ্ত হইত, মন কোন্ অজ্ঞেয় নির্জ্জন প্রদেশে চলিয়া যাইত। এভাবে চিন্তার পর চিন্তা, দিনের পর দিন, তারপর ধ্যেয়-সত্য তাহার মানস-নেত্রে আলোক-উজ্জ্বল হইত! এই সাধনাই প্রকৃতির উপাসনা–বিজ্ঞানালোচনা!

আর্কিমিদিস সিসিলিদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। বিদেশী শত্রু তাঁহার স্বদেশ-বিজয় মানসে অত্যাচার উপদ্রব আরম্ভ করিল। আর্কিমিদিস অরিদমন-সাধনায় জয়ী হইলেন। তিনি উদ্ভাবনী শক্তি-গরিমায় প্রস্তর-ফলকে (আতস-পাথরে) সূর্য্যকিরণ পুঞ্জীকৃত, সংযত ও প্রজ্জ্বলিত করিয়া, শত্রু জাহাজে অগ্নি-সংযোগ করিয়া দিতেন। এইজন্য শত্রুগণ মহা বিপদে পড়িল। একদিন তাঁহার নিজ প্রকোষ্ঠে শত্রু-সেনা তাঁহার হননোদ্দেশ্যে প্রবেশ করিল। তিনি ইউক্লিডের এক কঠিন তত্ত্ব নিরূপণ করিতেছিলেন। তাঁহার দৃষ্টি অন্তর্ম্মুখীন। শত্রুগণ মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার বিনাশ সাধন করিবে, তথাপি তিনি তাহাদের অনুরোধ করিলেন,

"তোমরা অপেক্ষা কর, আমি প্রশ্ন মীমাংসা করিলে পর আমার জীবন লইবে।"

সাধক আর পাঠকে (ছাত্রে) বৈষম্য কিছুই নাই। অভিনিবেশ উভয়ের অস্ত্র। একজন অধ্যাত্ম বিদ্যানুশীলন করেন, আর একজন স্কুল কলেজের তত্ত্ব-অন্বেষণ করেন। জ্ঞানতৃষ্ণা উভয়কেই অমর করিয়া তোলে। কর্ম্ম কালে মরণভীতি তাঁহাদের হৃদয়ে তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারে না। এই উদ্ভাবনী শক্তি-বিশ্ব-বিস্মৃতি–অমরতাই ছাত্র-নিদর্শন।

জ্ঞান-তৃষ্ণা অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত জগতের সমক্ষে প্রকাশ করে। প্রাচীন কালে গ্রীসদেশে একজন পন্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দেশবাসী তাঁহাকে ভন্ড মনে করিত। তাঁহার জীবন কত মধুর! তাঁহাকে চিরদিন সকলে দেবতা মনে করে। তিনি দেশের জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন। নিদারুণ শীতেও তিনি নগ্নপদে বিচরণ করিতেন। তাঁহার অলোক সামান্য মনের বল ছিল। দেশে মহামারীর প্রাদুর্ভাব, শত শত নরনারী মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতেছে। কেহই রোগীর শয্যায় অগ্রসর হয় না। সংক্রামক ব্যাধি-রোগের বীজ অনায়াসে শুশ্রূষাকারীর শরীরে প্রবেশ করে। কিন্তু অমর পুরুষ সক্রেটিশ বাড়ী বাড়ী ঘুরিতেন, রোগীদের সান্ত্বনা করিতেন, কিন্তু বিন্দুমাত্র অসুখ অনুভব করিতেন না। করুণার শক্তিই যেন তাঁহাকে সতেজ ও সুস্থ রাখিত। এই সক্রেটিশ জ্ঞানে অতুল্য, সহিষ্ণু এবং সর্ব্বথা নিরহঙ্কার ছিলেন। সকলে তাঁহাকে জ্ঞানীর জ্ঞানী বলিয়া জানিত। তাঁহাকে তাঁহার জ্ঞানবত্তার কথা বলিলে তিনি শিশুর মত উত্তর করিতেন, "আমি জানি, আমি কিছুই জানি না, কিন্তু পন্ডিতদের অভিমান আছে, তাহারা বেশ জানেন।"

সক্রেটিশ প্রচার করিতেন-শিষ্যদের উপদেশ দিতেন, "আত্মার মরণ নাই, শরীর বিনষ্ট হইলেও আমরা যাহা ছিলাম তাহাই থাকিব।" তৎকালে প্রচলিত গ্রীসের ধর্ম্মমত অন্যরূপ ছিল। এজন্য তাঁহার দেশবাসী, দেশের রাজা আদেশ করিলেন, "তুমি ধর্ম্মবিদ্বেষী; রাজদন্ড স্বরূপ তোমাকে স্বহস্তে বিষপান করিয়া মরিতে হইবে।" এভাবে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ সক্রেটিশ আনন্দের সহিত বিষপানে জীবনান্ত করিলেন, তথাপি সত্য প্রতিষ্ঠা করিলেন, "আত্মা অমর", এ তত্ত্ব প্রচার করিলেন। সত্যের জন্য এরূপ দৃঢ়তা প্রয়োজন নতুবা জগতের মঙ্গল কোথায়?

লোকের কথায় বা প্রাণের মায়ায় বসিয়া থাকিলে ফল হইবে না-অভাব যাইবে না। এই জন্য "প্রাণেভ্যোহপি প্রিয়ং সত্যং"-এই কথা শিরোধার্য্য করিয়া মান্য করিবে এবং পালন করিবে। সত্যানুরাগ পরাকাষ্ঠা লাভ করিলেই ছাত্র-জীবন সফল হয়। বিদ্যার্থীর দৃষ্টি-এ কথার দিকে প্রধাবিত হইলেই জগতের মঙ্গল হয়।

সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় আরো একটি ব্যাপার আছে, উহা ধর্ম্ম রাজ্যে সর্ব্বদা কার্য্য করিয়া থাকে। উহাকে শক্তি-সঞ্চার কার্য্য বলে। এই শক্তিসঞ্চার বলেই শিষ্য গুরু-শক্তির অধিকারী হয় এবং গুরুও উপযুক্ত পাত্রে স্বীয় অধ্যাত্ম-বিদ্যার বীজ বপন করিয়া আনন্দিত হন। এভাবেই অধ্যাত্ম-যোগ সমাজে প্রসার লাভ করিয়াছে। ধর্ম্মরাজ্যে 'গুরু' ও শিষ্য' সমধর্ম্মাক্রান্ত হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। জাগ্রত গুরু-শক্তি শিষ্যের নিদ্রিত শক্তিকে জাগাইয়া তোলে। যে শক্তির উন্মেষে গুরু অধ্যাত্ম-বিদ্যার অধিকারী, সেই শক্তি শিষ্যের ভিতরেও বিকশিত অবস্থাতেই বিদ্যমান আছে,-মাত্র একটা আবরণ উপরে পড়িয়া বিকাশের বিঘ্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। এ বিঘ্ন দূরীকরণ-বিধিই শক্তি-সঞ্চার।

স্কুল কলেজের ছাত্রদের সম্বন্ধেও এ নিয়ম চিরদিন ফল প্রসব করিতে পারে। সকল প্রকারের তত্ত্ব কথা এমন কি শব্দ মহাশক্তি স্তরে স্তরে বস্তু, বিষয় বা ব্যক্তি-ব্যপদেশে রূপের কাগজে, তরঙ্গের রেখা-সম্পাতে লিখিয়া রাখেন। বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ এবং অতীত এই তিন প্রকান্ড অধ্যায় সর্ব্বদা সাধক,-সিদ্ধ মহাপুরুষ সন্দর্শন করেন।

শক্তিসঞ্চার কার্য্যও তদ্রূপ প্রকৃতির অদৃশ্য চিত্রপটে দর্শন করিয়া সদ্-গুরু উপযুক্ত সময়ে শিষ্যের কার্যক্রম নির্দ্দেশ করিয়া দেন,-শিষ্য অনুরাগ বলে গুরুর সহিত এক হইয়া জাগিয়া উঠে।

যতই বয়স বাড়িতেছে, ততই উপলব্ধি করিতেছি, যে কোন বিদ্যার অধিকার ভক্তি ভিন্ন লাভ হয় না। ইহা ধ্রুব সত্য। যাঁহার সর্ব্ব বিদ্যায় পারদর্শিতা জন্মিতেছে, যিনি সর্ব্ববিদ, তিনি বিশ্বপ্রেমিক। শেক্সপিয়ার, কালিদাস, ডেন্ট, হোমর, মাইকেল, নিউটন, প্যাসকেল, ইউক্লিড, অর্থাৎ সকল বিদ্যার উন্নত মহাপুরুষের নামের ধ্বনিতে তাঁহার হৃদয় ভক্তিরসাপ্লুত হয় তাঁহাদের গুণ কীর্ত্তনে তাঁহার মন নাচিয়া উঠে, তাঁহাদের আলোচনায়, তিনি তন্ময় হইয়া পড়েন, তাঁহাদের প্রত্যেককে তিনি ঈশ্বরীয় চৈতন্যের মূর্ত্তি মনে করেন। বাস্তবিক, যদি তুমি ছাত্র হও, সাহিত্য-রথীদের অর্চ্চনা কর; তাঁহারা তোমার দেবতা। তোমার পথ তাঁহাদের ভিতর দিয়া। তাঁহারা তোমার নিকট মধ্যস্থের মত (গবফরধঃড়ৎং)। অঙ্কের উপাসক হইলে নিউটনের, প্যাসকেলের শরণ লও; তাঁহারা তোমার গুরু, তাঁহাদের তুমি ঈশ্বর-বিভূতি মনে কর। ইহাতে তোমার লাভ ভিন্ন কোন দিন অণুমাত্র ক্ষতি হইবে না। 'গুরু' শব্দ কেবল পরাবিদ্যার জন্য সৃষ্ট হয় নাই, অপরাবিদ্যার রাজ্যেও ইহা তুল্যভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে। সুতরাং ছাত্র তুমি, হৃদয়ের মাধুর্য্যে, মস্তিষ্কের ঐশ্বর্য্যে ও কর্ম্ম কুশলতায়, যাঁহার নিকট পড়,-যাঁহাদের রচিত বা আবিষ্কৃত গ্রন্থ বা তত্ত্ব পাঠ কর এবং যাঁহাদের সঙ্গে বিদ্যার আলোচনা কর, সকলকেই প্রেমে আপন করিয়া লও, দেখিবে বিদ্যার জগতেও অবতার, অবতীর্ণ বা প্রেরিত পুরুষ আছেন। এখানেও মহাপুরুষ আছেন, সাধক আছেন। এমন কি বিদ্যার জগতেও সামীপ্য, সাকল্য এবং কৈবল্য মুক্তি প্রকৃত প্রস্তাবেই বর্ত্তমান আছে। এখানেও মন্ত্র আছে, মন্ত্রের দেবতা আছে, কুল-কুন্ডলিনী জাগরণ আছে, ঈশ্বর আছেন।

শেষে বিদ্যাসাধনে আরাধনাই মূলমন্ত্র জানিয়া বিদ্যার্থী অবাক্ হইবে,-সকল দেশের বিভিন্ন যুগের প্রয়োজনগত শাস্ত্র বিকাশের মহিমায় বিস্ময়-বিমূঢ় হইবে। বিদ্যা ও সাধনা; ইহা ধর্ম্মসাধনার সহিত সম্পূর্ণ অপৃথক। যোগী এ রহস্য উপলব্ধি করেন, সিদ্ধপুরুষ ইহার বিধান করিতে জানেন

এবং ঈশ্বরকৃপাই 'সিদ্ধির কবচ' (The Secret of success) হৃদয়ঙ্গম করিয়া সংসারে সানন্দে বিচরণ করেন।

অধ্যাত্মভাবে সাহিত্য, অঙ্ক, ইতিহাস প্রভৃতি শাস্ত্রের অনুশীলন আরম্ভ হইলেই পৃথিবী বিদ্যা-সাধনে (Education) সফল কাম হইবে। ইহার পূর্ব্বে শিক্ষার মর্ম্ম কেহ বুঝিবে না, কেহই অভাব মোচনের নিমিত্ত শিক্ষায় মনোনিবেশ করিবে না এবং 'স্কুলেই জীবন মুক্তির প্রকৃত আরম্ভ'– এ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পরাঙ্মুখ হইবে। কিন্তু যাঁহারা বিশ্বাসী, তাঁহারা কার্য্যভার মস্তকে লইবেন, জগতে পথ প্রদর্শন করিয়া নূতন যুগের অবতারনা করিয়া ধন্য হইবেন। বিশ্বাসপূর্ণ হৃদয় এ সত্য অবশ্যই গ্রহণ করিবেন। যে ছাত্র নিশিদিন ঈশ্বর দর্শন-মানসে স্কুলে পড়েন, তিনি আচার্য্যের উপদেশ মত প্রার্থনা জপাদি বিশেষ বিশেষ কার্য্য দ্বারা মন স্থির করিবেন। কখনও বা শরীরের সাধন, কখনও বা আত্মার সাধন, কখনও বীজ গণিত, কখনও ইতিহাস-ভূগোল, এরূপ পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট ক্রমের অধীন হইয়া কার্য্য করিবেন। কখন বা মন্ত্র, কখন বা পাঠ, কখন আলাপ, কখন লেখা, কখন পরীক্ষা- এরূপে কার্য্য করিতে করিতে ঈশ্বর-কৃপায় তাঁহার 'দর্শন' (God vision) খুলিবে, 'বাণী শ্রবণ' আরম্ভ হইবে। উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যতই জগতের যোগ বৃদ্ধি পাইবে, ততই তাঁহার হৃদয়ের পরিধি (Horizon) দূরে সরিতে থাকিবে। নানা বর্ণ দর্শন, নানা কথা শ্রবণ, কালবর্ণ ও শুভ্রবর্ণ ক্রমে মহাশক্তি (The Mother hand of God) এবং সর্ব্বশক্তিমৎ-ঈশ্বর-দর্শন হইবে। তখন ছাত্র সর্ব্বদা শান্ত, আনন্দ-ধারা সর্ব্বাবস্থায় অনুভব করিবেন। পরিশেষে বিদ্যারাজ্য সর্ব্বযোগে প্রকাশিত হইলে 'নাম' পূর্ণ হইবে;–তখন বিদ্যা-সাধনই (Education) জীবন-মুক্তির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিবে। ইহাই ছাত্র-জীবনে সামীপ্য যোগ, ইহাই ছাত্র জীবনের প্রকৃত আরম্ভ।

আমি যাঁহার কৃপাকণালাভে এ সকল কথা লিখিলাম তিনি গান করিয়াছেন ঃ

রাগিনী মূলতান-তাল একতালা। তাল-ফেরতা।

মধুময় হলো সংসার বল মুখে দয়াময়॥
সাধনের ফল সুবোধ সকল, একবার ভেবে দেখ মনে,
জ্ঞান যোগে নর, হলো অগ্রসর, বন্ধনমুক্ত এতদিনে হইবে নিশ্চয়।

।। তাল রূপক।।

দয়াল নামেতে জগৎ মাতিল, প্রেমে, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ক্রমে। নারায়ণ নামে শান্ত, রাম নাম হলো যুক্ত, দাস্য সখ্য ভাব দিল জগজ্জনে; এল বাৎসল্য দূর্গা কৃষ্ণ যোগেতে, শিব কৃষ্ণ দূর্গা হরি মধুরেতে। হরিনাম কালী যোগে, ধরিল অনুরাগে, পাবে বলে শান্তি চরমে। হলো অর্দ্ধযোগ তাহাতে পূরণ করিতে 'দয়াময়'-নাম হইল উদয়।'

।। তাল ডগরমালী।।

বল হরি দয়াময় (মনের সাধে), দয়াময় হরি, দয়াল হরি সুখময়। দয়াময় হরি দীনবন্ধু হরি, যোগেতে হইল হরি হরি হরি। দয়াময় নামে হরি মিশিল এখন, দয়াময় বল হবে সফল জীবন।
পঞ্চ প্রকার প্রেম জীবনের সার, একে পঞ্চ, পঞ্চে এক হইল উদ্ধার।

।। তাল ঠুংরী।।

এখন দয়াময় হইল সর্ব্বনাম। যাতে সকলে হবে সিদ্ধ কাম। আল করিম্ সমতুল, কির্দ্দগার, মার্শীফুল, আরবী পারশী ইংলিশেতে বিদ্যমান; যে নাম আছে যে ভাষাতে, আসিয়া মিশিল তাতে, ভাষা ছেড়ে কর সবে দয়াময় গুণগান। হবে একতা সকলে এ নাম সাধিলে, দূরে যাবে জন্ম দুঃখ চয়।

–সর্ব্ব ধর্ম্ম গীত (১ম ভাগ সংগীত নং ৯৬)

ষষ্ঠ-কথা

গুরু
(The Guide)

যে সমস্ত কথা বলিয়া আসিয়াছি, সে সকল কথায় অনেকের সংশয় আসিতে পারে। আমিও পূর্বে এইরূপ অবিশ্বাস করিতাম। যিনি আমার উপদেষ্টা ছিলেন তাঁহার অনেক কথা আমার অন্তরে স্থান পাইত না। তিনি নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন, 'অধিকারী ব্যক্তিই (আমার কথা) হৃদয়ে বুঝিতে পারিবেন।' বাস্তবিক উপযুক্ত ক্ষেত্রেই বীজ অঙ্কুরিত হয়। প্রচারক সত্য প্রকাশ করেন, ব্যক্তি বিশেষ উহা গ্রহণ করেন, মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন তাঁহার প্রচারিত সত্য সংক্রামিত হইয়া জগতের পরিবর্ত্তন সাধন করে। মানুষ প্রথমে তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে চায় না, কালের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বাক্যসকল ফল প্রসব করে, জগৎ ক্রমে তাঁহার পথ অনুসরণ করে, ক্রমে মানব সমাজ তাঁহাকে দেবতার আসন দান করে। এ ভাবেই জগৎ চলিয়া আসিয়াছে–সমাজ উন্নত হইয়াছে–ধর্ম্মরাজ্য ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সাধক সাধক চিনেন, জ্ঞানী জ্ঞানীর মর্য্যাদা বুঝেন, মহাপুরুষ সত্য উপলব্ধি করেন। আমরা কিন্তু বুঝি না, অথচ অন্ধ-বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া আকাশের চন্দ্রকে খদ্যোতজ্ঞানে চক্ষু মুদ্রিত করি। মহাপুরুষ সত্যের সাধনা করেন-সত্যলাভে সিদ্ধ হন– সত্যের জ্যোতিতে নীরবে কার্য্য করিয়া পদাঙ্ক রাখিয়া যান। পরে বিশ্বাসী সন্তান তাঁহার রাজত্ব প্রকাশ করেন।

"Blessed are the poor in spirit :
For theirs is the kingdom of heaven."
"Blessed are the meek :
for they shall inherit the earth."

খদ্যোৎ – জোনাকী পোকা।

"Blessed are they which do hunger and
thirst after righteousness :
for they shall be filled."

বাস্তবিক, মঙ্গলময় পরমেশ্বর মানবের উন্নতির নিমিত্ত রক্ত-মাংসের শরীর ধারণ করিয়াই অবতীর্ণ হন, আদর্শ প্রদর্শন করেন, শত বাধা বিঘ্নের মধ্যেও আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধির বীজ প্রস্তরে-মরুভূমিতে অঙ্কুরিত ও পত্র পুষ্পে সুশোভিত করিয়া তোলেন। এইজন্যই তিনি সর্ব্বশক্তিমান-তিনি করুণানিধান।

আমাদের অহমিকা আছে, আমাদের চেয়ে বড় কাহাকেও সহজে মনে করিতে চাই না। এজন্যই এত দুঃখ! এত অন্ধকার! আকাশের দিক নাই, কিনারা নাই, তাই আকাশ নির্ম্মল, উপমার স্থল। আমাদের হৃদয় ছোট, মন সংকীর্ণ, দেহ রুগ্ন; তাই অনন্তকেও আমাদের মতই মনে করি। যাঁহারা সুজন, তাঁহারা অভিমানকে ভয় করেন, নিজের ক্ষুদ্রতা বুঝিতে পারেন, অন্যে যাহা বলে, চিন্তা ও বিচার না করিয়া উহা বর্জ্জন করেন না। তাঁহারা জানেন, যে কোন সত্য একদিন জগতে স্থান লাভ করিতে পারে। এইজন্যই সক্রেটিশ দেবতা-আমাদের শিক্ষা-গুরু। বস্তুতঃ "*Learned ignorance is the end of philosophy but the beginning of wisdom*" কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ঈশ্বরের তুলনায় বিশাল সৃষ্টি কণাও নহে। তাই সিদ্ধপুরুষ ঈশ্বরের করুণায় আত্মসমর্পণ করেন। তিনি জানেন, "ঈশ্বর সৎ চিৎ আনন্দস্বরূপ।" তিনি শুদ্ধ, সর্ব্বসাক্ষী ও সমদর্শন। বেদ গান করিয়াছেন, 'সত্যং, জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দরূপং অমৃতং যদ্ বিভাতি, শান্তং শিবং অদ্বৈতং শুদ্ধং।'

এখন, বর্ত্তমান প্রবন্ধের কথা বলিয়া বক্তব্য শেষ করি। শাস্ত্রে গুরুর নমস্কার মূলক প্রবচন আছেঃ

"অখণ্ড-মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং,
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।
অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া,
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।"

আমার গুরু যিনি, তিনি উহার এই উত্তর করিয়াছেন :-
"ঈশ্বর হইতে সর্ব্বতত্ত্ব লাভ করিয়া, যে ব্যক্তি সকল ধর্ম্মের ঐক্যে যোগ দিয়া, লোকদিগকে প্রকৃত ধর্ম্ম সাধনের পথ প্রদর্শন করিতে সক্ষম, তাঁহাকেই গুরু বলা যায়।"

এই সূত্র দুইটির প্রতি দৃষ্টি করিলে সহজেই বুঝিতে পারি স্কুল কলেজে এইরূপ গুরু *(Teachers and Professors)* কখনও মিলিবে না। বেদোক্ত ঋষি ও সিদ্ধপুরুষেরাই এইপদ বাচ্য। আমি কিন্তু বিশ্বাস করি জগতে সুদিন আসিবে। সংসারে যে সংগ্রাম চলিতেছে যাঁহারা সংসার বাসনা জয় করিয়াছেন তাঁহারাই উহা নির্ব্বাপিত ও তদুপরি সকলের শান্তিকর প্রতিষ্ঠান *(Institution)* স্থাপন করিবেন। সন্ন্যাসীতেও স্কুল চলিবে না। সংসারী ভালমানুষেও কাজ হইবে না। 'সংসার ও সন্ন্যাস' যাঁহাদের জীবন অমৃত-ময় করিয়াছে, তাঁহারাই আমাদের গুরু। আরো একটু কথা আছে। যাহার পিতামাতা, ভাই বন্ধু, স্ত্রী-পুত্র সকলেই আছেন, আবার ধন-সম্পদও যথেষ্ট রহিয়াছে যিনি নিজে লেখাপড়া জানেন, এমন মানুষই শিক্ষার ভার লইতে পারেন, যদি তিনি সর্ব্বধর্ম্ম-নির্বিশেষে সর্ব্বতত্ত্বোপলব্ধি ও ঈশ্বর দর্শন করিয়া থাকেন। অন্ততঃ, জাতি-ধর্ম্ম-নির্বিশেষে যিনি সকল বিষয়ের ভিতর দিয়া তাঁহার নিকট পৌছাইয়াছেন, তিনিই ছাত্র-জীবন গঠনে সর্ব্বথা যোগ্য। কারণ, তিনি বিদ্যার পথে ও ঈশ্বর দর্শনে শান্ত হইয়াছেন, তিনি নিজে ছাত্র হইয়াই গুরুর আসন অধিকার করিয়াছেন।

এরূপ মানুষ বড় সুন্দর! প্রকৃতির পরপারে পৌছিয়া তিনি জগৎ কি দেখিয়াছেন এবং জগৎকে তাঁহার আনন্দের অংশী করিতে উদাসী সাজিয়াছেন।

ছাত্রগণ, তোমাদের নিকট কত কথাই বলিয়াছি। মাঝে মাঝে নিরালায় বসিয়া এইগুলির আলোচনা করিবে। আমি ছাত্র, তোমাদের উপকার হইবে মনে করিয়াই আমার প্রাণের কথা তোমাদেরে খুলিয়া বলিলাম। আমি সর্ব্বদা এ সকল সত্যের উপর ভর করিয়াই চলিতেছি; তাহাতে আমার শরীর, মন এবং আত্মা ক্রমে নূতন হইয়া উঠিতেছে। আমি দেখিতেছি, জগতে প্রকৃত পথ প্রকাশিত হইবে–সর্ব্বজনীন ঐক্যে জগতের লোক মুগ্ধ হইবে। ইহা ঈশ্বরের ইচ্ছা–তাঁহার করুণার নিদর্শন।

সপ্তম-কথা

শান্তি
(The End)

যাহারা সংসার-জীবনে উন্নত-অবস্থা লাভ করিবেন, তাহাদের হৃদয় নিঃস্বার্থভাবের লীলাক্ষেত্র হইবে। যাহাদের নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহারাই কালে সমাজ শোধন করিবেন। অগ্রে 'ছাত্র-শিক্ষক' নামধেয় সহস্র সহস্র পুরুষ ও স্ত্রী আদর্শ নির্দ্ধারণ করিয়া লইবেন। তাহারাই সমাজ বা সৃষ্টির মূলভিত্তি। ছাত্র শিক্ষালাভ করে, আদর্শ লইয়া গৃহে উহার প্রতিষ্ঠা করে। শিক্ষক পুরাতন আদর্শ নূতন ছাঁচে ঢালিয়া সন্তান-সন্ততির জীবন গঠন করেন।

আদর্শ-নির্ণয় প্রতি জীবনের ভবিষ্যতদর্পণ। ইহাতে পরিণাম লুক্কায়িত থাকে। এজন্য চল, ছাত্রগণ! কিভাবে জীবন গঠন করিতে পারি, কি প্রকারে এ মর-লোকে সার্থকতা লাভ হয়, তাহার আলোচনা করি। এদেশে ইংরাজী শিক্ষার ভিতর দিয়া অভিনব মন্ত্রের সাধনা দেখা দিয়াছে। এই আদর্শের কার্য্য স্থায়ী কিনা, ইহাতে মানবাত্মার শান্তি হয় কিনা, এবং এই আদর্শে পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হয় কিনা চল অন্বেষণ করি।

ইউরোপ আমেরিকা বাণিজ্য, শিল্প, রাজ্য ও বিজ্ঞান লইয়া ব্যস্ত। 'কামিনী কাঞ্চন' ঘরে ঘরে ঐ সকল দেশে রাত-দিন কীর্ত্তন করে। ঐ দেশবাসীদের সমাজ প্রচন্ড রণভূমি। প্রকৃত সংগ্রাম তাহাদের ভিতর। পার্থক্য তাহাদের যত বেশী আমাদের তত নাই। তাহাদের প্রতিযোগিতা দুর্ব্বার-বিষয় বাসনা। পাশ্চাত্য দেশে হরগৌরীর মিলন নাই, রাধাকৃষ্ণের রাসচক্র নাই, রাম সীতার অপূর্ব চরিত্র নাই; আছে রাত দিন 'লক্ষী-সরস্বতীর' মিলন। সে মিলনে নরনারী বিশ্বগ্রাস করিতে চায়, ভোগবিলাসমন্ত্রে সকলকে দীক্ষিত করিতে চায়। এজন্যই বিষয়-বিষ সেদেশে সমাজ-শরীরে শক্তিবিহীন ভাব জাগ্রত করিয়া দিতেছে এবং যুগ যুগান্তরের নিমিত্ত কোন জাতিই পরিবর্ত্তন পরম্পরার স্রোতে নিজস্ব রাখিতে পারিতেছে না। ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে, প্রকৃত-আদর্শের যোগ লাভ করে না বলিয়াই এক একটা দেশ সদর্পে উঠিয়া

আবার পড়িয়া যাইতেছে। তাই মনে হয়, জীবন, সমাজ ও সমগ্র মানব জাতির আদর্শ সত্য-স্বরূপে জগত জানিতে পারেন নাই-চেষ্টা করিতেছে মাত্র।

ভারতের ঋষি "মুক্তিই আদর্শ" মনে করিতেন। তাহাতে কিন্তু ভারতবাসী সন্ন্যাসী অর্থাৎ সংসার বিমুখ হইতে বসিয়া, অলস ও ভিক্ষুক সাজিয়াছে। 'অন্নচিন্তা চমৎকার'; কাজেই ভারতের আজ-কাল ধর্ম্মও হইতেছে না, আবার সংসারও নাশের পথে পড়িয়াছে; একুল, ওকুল, দুকুলই যাইতে বসিয়াছে। এস্‌লাম ধর্ম্মও এভাবেই প্রচারে জেহাদ (যুদ্ধ) করিয়া এক নূতন পথের অবতারণা করিয়াছিল। এভাবেই আবার বৌদ্ধ ধর্ম্মও সন্ন্যাস-পতাকা উড্ডীন করিয়াছিল। সকল ধর্ম্মেই এ অবস্থা।

অতএব, দেখিতে পাই দুইটি বিশেষ উজ্জ্বল পথই আমাদের সম্মুখে ইতিহাস প্রকাশ করিয়া দেয়। পাশ্চাত্যের সংসার বা পার্থিব উন্নতি এবং প্রাচ্যের সন্ন্যাস বা ধর্ম্মোন্নতি এতদুভয়ের বিচ্ছেদেই সমাজ এবং মানবজাতি অবসন্ন হইতেছে ও পথ খুঁজিতেছে। সংসারে আর একটি নূতন কথা আসিয়া পড়িয়াছে। ইহা বিজ্ঞানের উন্নতি। কিন্তু এই বিজ্ঞানও (ঝপরবহপব) পৃথিবীর জীবন সংগ্রাম কঠোর করিয়া তুলিতেছে, মানব সমূহ বিজ্ঞানের জ্যোতিতে হৃদয় গঠন করিতে পারিতেছে না।

এখন, পূর্ব্বোক্ত তিনটি বিষয়ের আলোচনাতেই আমরা সিদ্ধান্তে পৌছিতে পারিব। সংসার, সন্ন্যাস এবং বিজ্ঞানই সকলের নিয়তি গঠনের চেষ্টা করিতেছে। মানব ইন্দ্রিয়ের দাস। বাসনা ইন্দ্রিয় জগতের শক্তি। সংসার বাসনার কেলিনিকেতন। ইন্দ্রিয়গণ বাসনা রজ্জুতে মানবজগতকে সুদৃঢ়বন্ধনে ইতস্ততঃ বিঘূর্ণিত করিতেছে। বিজ্ঞান আবার ওদিকে বাসনার পথ সুগম করিয়া দিতেছে।

বাসনার ভীষণ দাবদাহ বিজ্ঞান বুঝিয়াও বুঝিতেছে না। বাসনার পূর্ণ ফল লাভের প্রয়াসেই বিজ্ঞান উদাসী। কিন্তু সংসারের বিজ্ঞান শক্তি এভাবে কিছুই করিতে পারিবে না, বরং সংসার বিজ্ঞানের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ রণক্ষেত্রে পরিণত হইবে।

সন্ন্যাসী আবার সংসার চায় না, বাসনার পাশ ছিন্ন করিবার জন্যই তাঁহার সাধনা। কিন্তু সন্ন্যাসীও অন্নজল ব্যতিরেকে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। সংসারী এদিকে গৃহস্থের বেশে গৃহে গৃহে 'কামিনী-কাঞ্চন' মূলমন্ত্র জপে আত্মহারা।
তাহার কাছে ঈশ্বর আলাপন অর্থ সংগ্রহের উপায় না হইলে সুরস লাগে না। কাঙ্গাল ভাব সংসারীর সমাজের ভ্রান্তি ভিন্ন অন্য কিছু নহে; সংসারীর ভাব কেবল ভোগ বিলাস।

কাজেই দেখিতেছি নানা রকম ভাবে পড়িয়াই জগৎ চলিয়াছে। মাঝে মাঝে আবার পরিবর্ত্তন অনেক সময় হঠাৎ আসিয়া সমাজ ও সংসারে খন্ড প্রলয় সাধন করিতেছে, শত বিদ্যাবুদ্ধিও ইহাদের মূলোচ্ছেদ করিতে পারিতেছে না। ইহাদের তত্ত্ব তালাস করিলে সকলেই বুঝিতে পারে, কি যেন একটা শক্তি বিশ্বের পশ্চাতে থাকিয়া আমাদের সকলকে নিয়মিত করিতেছে।

এসকল বিষয় চিন্তা করিলে মন অবশ হইয়া যায়। 'কোথায় ছিলাম, কোথায় আসিয়াছি, আবার কোথায় যাইব' এ প্রশ্ন মানস-নেত্রে শত কল্পনার রথ টানিয়া আনে। সংসার, জীবন, মরণ ও জগৎ কোথা হইতে আসিয়াছে, ইহাদের পরিণতিই বা কোথায়, এরূপ চিন্তার তরঙ্গে মন আবেশমুগ্ধ হয়। ঈশা, মুশা, গৌতম বুদ্ধ তাঁহারাই বা কি লাভে এত কষ্ট করিয়াছেন, জানিতে মন পাগল হইয়া উঠে।

সংসারে সুখ নাই, স্ত্রীতে সুখ নাই,পুত্রে সুখ নাই, অর্থ সম্পদে সুখ নাই, এ সকল দু'দিনের; তবে কি সুখ জগতে নাই? এরূপ কত কথার আন্দোলনে মন অস্থির হয়। তখন 'সুখ কি' এ কথার তালাসে মন বাহির হয়। কামের সুখস্বপ্ন, সংসারের ঐশ্বর্য্য, গৌরব, কত অভিলাষ মনকে তখন স্মৃতি-বিহ্বল করে! আমি তালাস করি-জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করি কোথাও সুখ দেখি না। দিন যায়-মাস যায়-বৎসর যায়-যুগ চলিয়া যায়, তখন হৃদয়ঙ্গম হয়-প্রবৃত্তির পথে ঘুরিতে ঘুরিতে মানুষ উপলব্ধি করে–"ভোগ সুখের কন্টক।"

এভাবে কঠোর ঘাত প্রতিঘাতে হৃদয় নিষ্পেষিত, আশা প্রতিহত হইলেই জ্ঞানের আলো রেখা দর্শন হয়, আস্তে আস্তে মন সাধু মহাত্মাদের দিকে হেলিয়া পড়ে। ক্লান্তদেহ সংসারী তখন অনুভব করে, "সাধু পুরুষ ধন্য, তাঁহাদের জীবন ধন্য, তাঁহাদের কথা অমৃত সমান।"

তখন গানের সুর বাজিয়া উঠে,–
"সাধু সঙ্গে প্রেমতরঙ্গে প্রেমতীর্থে মুড়ায়ে মাথা,
গুরু কল্পতরু জড়িয়ে ধর ওগো আমার ভক্তিলতা।"

বাস্তবিক, সংসার-ক্ষুব্ধ-জীবন তখন সাধু সঙ্গেই শান্তি পায়। জগৎ তাহাকে সুখ দিতে পারে নাই; কিন্তু বাসনার বাঁধ নাই এমন সাধুই তাহার তপ্তহৃদয় শান্তির সহস্র ধারায় সিক্ত করিয়া তোলে। তাই সে গাহিয়া উঠে,–

"ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতি রেকা
ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা।"

সাধু সঙ্গ ভিন্ন স্বর্গ আর নাই; স্বর্গ বলিয়া যদিও কিছু একটা থাকে, ঐ স্থানও এরূপ সৎলোক ব্যতিরেকে ভাল লাগিবে না–ইহা সে সুন্দর বুঝিতে পারে।

হে ছাত্রগণ,

এতক্ষণ দেখিয়াছি, মানব কি চায় , কোথায় যায়, কি পাইবার আশে সে এত দৌড়াদৌড়ি করে। আমি সর্ব্বদা দেখিয়াছি, সকল বস্তুই মানবের স্বভাবে কার্য্য করিতেছে; কিন্তু ইহারা তাহার হৃদয় পারাবারের তরঙ্গ ভিন্ন আর কিছুই নহে। হৃদয় চায় শান্তি। এখন চল শান্তির তালাসে জীবন গঠন করি। যে শান্তি জগৎ লাভ করিবে, দুদিন আগপর সকলেই পাইবে, সে শান্তিই আদর্শ। এ শান্তির উদ্দেশ্যে জীবন বিসর্জন কর। গৃহের শান্তি, বনের শান্তি, দেশের শান্তি, বিদেশের শান্তি, শরীরে শান্তি, আত্মায় শান্তি, জীবনে শান্তি, মরণে শান্তি-সর্বত্র শান্তির অন্বেষণ কর।

এজন্য প্রিয় ভ্রাতৃগণ! চল আমরা মহাজনের পথ অনুসরণ করি। আমরা সংসার পাতিয়া শান্তি পাইতে সঙ্কল্প করিতেছি, কিন্তু রাজপুত্র শাক্যসিংহ সিংহাসন ছাড়িয়া নির্ব্বাণশান্তি *(Freedom from desire)* লাভ করিলেন। পান্ডিত্যে গৌরহরি অজেয়, কিন্তু তিনি শাস্ত্র-গৌরব ছাড়িয়াই, সন্ন্যাসে পরমভক্তি প্রচার করিলেন। কামিনী-কাঞ্চন ভিখারী আমরা, কিন্তু পরমহংসদেব এসব ছাড়িয়াই শান্ত ও সুন্দর।

অতএব, তোমরা জানিবে নির্ব্বাণ ভিন্ন শান্তি নাই। সংসার ভার গ্রহণ কর, উপার্জনশীল হও, পরিবার পোষণ কর, সকলের মঙ্গল সাধন কর, অনাসক্তিকে সঙ্গে রাখ, নিশ্চয়ই শান্তি আসিবে। এই অনাসক্তিই *(Non attachment)* জীবন, ইহাই পূর্ণতা। তুমি প্রভাতে উঠিয়া স্তোত্র পাঠ করিবে, ঈশ্বরকে আপন প্রিয়জন মনে করিয়া তাঁহার নিকট তুমি তোমার অভিলাষ জ্ঞাপন করিবে। তোমার হৃদয়ের সাক্ষী তিনি, তুমি তাঁহার কাছে হৃদয় খুলিয়া দিবে। যাহা যখন প্রয়োজন, তজ্জন্য তাঁহারই নিকট আবেদন করিবে।

ইনি দাতা-পরমেশ্বর, তুমি সন্দেহশূন্য সরল মনে সর্ব্বদা তাঁহাকে সকল কথা জানাইবে। এমন সঙ্গী আর নাই। পড়া না পারিলে নির্জনে তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করিবে, "হে আমার ঈশ্বর, তুমি আমাকে বুদ্ধি দাও, স্মৃতি দাও, জ্ঞান দাও, জীবন সফল করি।"

অর্থের প্রয়োজন পড়িলে, তেমনতর বলিবে, "তুমি আমার গুরু, যাহা যখন চাই, আমার জন্য প্রেরণ কর; তোমার ইচ্ছা আমার জীবন সুন্দর, পবিত্র ও সত্যে ভূষিত করুক।"

আবার বিদ্যালয়ে বিফল মনোরথ হইলে অস্থির না হইয়া মনে করিবে, "হে ঈশ্বর, তোমার দয়াতে আমরা জীবিত আছি, তোমার ইচ্ছায় এ জগৎ চলিতেছে, তুমি প্রয়োজন মত আমার সুখ দুঃখের বিধান করিতেছ, তুমি আমার জন্ম মরণ সঙ্গী, তুমি নিত্য নিরঞ্জন, তোমার কোন বাসনা নাই, তুমি আমার পথ প্রদর্শন কর।"

আবার অসুখে পড়িলে, তাঁহাকেই ডাকিবে,-ব্যাকুল প্রাণে তাঁহাকে বলিবে, "হে আমার শান্তিদাতা তুমি, তোমার নাম সকলের একমাত্র অবলম্বন, তুমি ভিন্ন আমাদের আর কেহ নাই, শান্তি দান কর, শরীর সুখে থাকি।"

এভাবে তোমরা জীবনে মরণে একমাত্র জগৎ নিয়ন্তা ঈশ্বরকেই স্মরণ করিবে। "ঈশ্বরই পূর্ণ, অসীম, অপরিমেয়, বিকার বিহীন, এক ও অদ্বিতীয়;–সকল এক, ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই নাই।"

অতএব, মহাত্মারা শেষে এই নির্ণয় করিয়াছেন, "ঈশ্বরই জগতের আদর্শ। প্রার্থনা কর, তাঁহার স্মরণ লও,–ইহাই প্রকৃত পন্থা।" একদিন সকলেই এ সত্য গ্রহণ করিবে। এজন্য, সর্ব্বদা ধ্যান কর, সুখে দুঃখে তাঁহার সঙ্গ কর, নিশ্চয়ই ছাত্রজীবন ধন্য হইবে। ঈশ্বর সৎ, চিৎ এবং আনন্দ স্বরূপ। তুমি সৎ হও, মনের আশা সফল করিতে অহর্নিশ ঈশ্বরের করুণার উপর নির্ভর কর। উদ্দেশ্য সফল হইবে, সংশয়চ্ছেদ হইবে এবং 'আমি কে' জানিয়া শান্ত হইবে।

শাস্ত্রে আছে ঃ "ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়া ঃ,
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মানি তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে।"

– ঈশ্বর দর্শনে হৃদয় গ্রন্থি ভেদ হয়, সংশয় ছিন্ন হয় ও কর্ম্ম ক্ষয় হয়।

সমাপ্ত